সংবাদ

তারিখ ... 27 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ... .

মোরেলগঞ্জের ২৮৬ নং স. প্রা. বিদ্যালয়

বকশিশ দিলে উপবৃত্তি মিলে

প্রতিনিধি, মোরেলগঞ্জ (বাগেরহাট)

শিক্ষার হার বাড়াতে সরকার অনুদান চালু করলেও সরকারের সুনাম সর্বত্র রক্ষা হচ্ছে না কিছু অসৎ লোকের কারণে। প্রাথমিক শিক্ষা খাতের এই অনুদানের টাকা শিক্ষার্থীদের হাতে পৌছে দেয়ার বিনিময়ে কোন কোন শিক্ষক বকশিশের নামে আদায় করছেন বাড়তি টাকা। হোটেল বা রেস্টুরেন্টে বকশিশ প্রথা থাকলেও বাধ্যতামূলক নয়। ভোক্তা হোটেল বয় এর আচার ব্যবহারে তুষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় দিয়ে থাকেন ২০, ৫০ বা ভিন্ন অঙ্কের বকশিশ। কিন্তু বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জে মিলেছে ভিন্ন দৃষ্টান্ত। ২০ টাকা করে দিতে হবে সবাইকে। বাধ্যতামূলক এই বকশিশ না দিলে উপবৃত্তির টাকা পাওয়া যাবে না, নয়তো নাম কাটা যাবে তালিকা থেকে। এমন অভিযোগ পাওয়া গেছে ২৮৬নং পশ্চিম জিউধরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা খাজিস্তা আক্তারের বিরুদ্ধে। বিদ্যালয়ের অভিভাবক মাহাতাব খান ও দেলোয়ার হোসেন তালুকদার লিখিতভাবে এই বিষয়ে অভিযোগ করেছেন উপজেলা শিক্ষা অফিসারসহ বিভিন্ন দপ্তরে। অভিযোগে বলা হয়েছে, অধিক টাকার লোভে ভুয়া শিক্ষার্থীদের নামে উপবৃত্তির টাকা তোলেন খাজিস্তা আক্তার। কার্ড করতে জনপ্রতি ১শ' থেকে ২শ' করে টাকা দিতে হয় তাকে। উপবৃত্তির টাকা গ্রহণের সময় সব অভিভাককে ২০ টাকা করে দিতে হয় খরচ বাবদ। অভিভাবকদেরকে বলা হয়, এটা খুশি মনে বকশিশ হিসেবে দিবেন।

এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টারের সহকারী শিক্ষা অফিসার সুবির কুমার ঘোষ গত বৃহস্পতিবার বলেন, অভিযোগের তদন্ত চলছে। সত্যতা পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রধান শিক্ষিকা খাজিস্তা আক্তার বলেন, স্থানীয় গ্রুপিং ও বিভিন্ন ধরনের বিরোধের কারনে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হয়েছে। তবে এই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা শাহানাজ বেগম এসব অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, টাকা বিতরণের সময় বাধ্যতামূলক বকশিশ ও কার্ড করার সময় প্রধান শিক্ষিকা প্রকাশ্যেই টাকা নিয়ে থাকেন।